বাম গণতান্ত্রিক জোটের আত্মপ্রকাশ

দেশ বাঁচানো, গণতন্ত্র বাঁচানোর ঘোষণা

১৮ জুলাই '১৮ আট দলের সমন্বয়ে গঠিত বাম গণতান্ত্রিক জোটের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

১৮ জুলাই '১৮ পুরান পল্টনস্থ মৈত্রী মিলনায়তনে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আট দলের সমন্বয়ে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট'-এর ঘোষণা দেন বামপন্থি নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তব্য দেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর করেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু ও বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে আটটি রাজনৈতিক দল–বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন-এর সমন্বয়ে 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

জোটের প্রথম সমন্বয়ক হিসেবে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকের নাম ঘোষণা করা হয়। জোটের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন– মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মো. শাহ আলম, কমরেড খালেকুজ্জামান, বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাইফুল হক, আকবর খান, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, জোনায়েদ সাকি, ফিরোজ আহমেদ, মোশাররফ হোসেন নান্নু, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, মোশরেফা মিশু, মমিন উর রহমান বিশাল, হামিদুল হক, রণজিত কুমার।

কর্মসূচি :

ক। দুঃশাসন, জুলুম, দুর্নীতি-লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আগামী ২৪ জুলাই ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকায় বিকাল ৪টায় প্রেসক্লাবের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

খ। ৪ আগস্ট '১৮ ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে ঢাকায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ। আগামী ১০ ও ১১ আগস্ট দেশের ৬টি বিভাগীয় শহর, যথাক্রমে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুরে সভা, সমাবেশ, জনসভা, মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

কমরেড খালেকুজ্জামান তাঁর সূচনা বক্তব্যে বলেন, ৮টি দলের সমন্বয়ে জোট গঠনের ঘোষণা দিতেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। মঞ্চে এবং সামনে উপস্থিত ৮ দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও সুধীজন, সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, কমরেড ও বন্ধুগণ। আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য জোটের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও রক্তিম অভিবাদন।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

কয়েকটি দলের জটলা, জমায়েতভিত্তিক গতানুগতিক কোন জোট এর আবির্ভাব জানাতে আমরা এ সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করিনি। দেশে দুর্বৃত্তায়িত দুর্নীতিগ্রস্ত ভ্রষ্ট রাজনীতির প্রতাপ এবং পরিণতি ফল থেকে বাঁচার জন্য দীর্ঘদিন মানুষ যে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির খোঁজ করছিল, তার সন্ধান তুলে ধরতেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।

গত ৪৮ বছর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা ও গণচেতনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে দেশ শাসন করার ফলে সাম্যের বদলে বৈষম্যের পাহাড় রচিত হয়েছে, মানবিক মর্যাদা পদে পদে লাঞ্ছিত, সামাজিক সুবিচার অবিচার-অনাচারে গ্রাস করে ফেলেছে। আইন-সংবিধান, বিচার-আদালত, শাসন-প্রশাসন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থ প্রতিষ্ঠান, সব কিছুই বুর্জোয়া অর্থেও

গণতান্ত্রিক শাসন-প্রশাসনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের স্থলে পুঁজিবাদী মুক্তবাজারি লুটপাটতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা সাম্প্রদায়িকতার চাদরে ঢাকা পড়েছে। যুক্তির স্থান দখল করে নিয়েছে পেশিশক্তি, নীতি আদর্শকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। প্রাপ্তি লোভ এবং পীড়ন ভীতিকে শাঁখের করাতের মতো ব্যবহার করে দলীয়করণকৃত দুঃশাসন পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। উন্নয়নের আকাশ দেখিয়ে জমিনে মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন বলেছিলেন, 'এ কালে বুর্জোয়া শ্রেণি কয়েক বছর পর পর তাদের কোন অংশ জনগণের উপর শাসন-শোষণ চালাবে তার অনুমোদনের জন্য নির্বাচন করে।' সেই ধরনের একটা নির্বাচন করার যোগ্যতাও বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি আজ হারিয়ে ফেলেছে। এরা একের ধ্বংসকে অপরের টিকে থাকার শর্তে পরিণত করেছে। ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ির বাইরেও ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক যে কোন আন্দোলন দমন করতে করতে রাষ্ট্রকে পুলিশি রাষ্ট্রের চেহারায় দাঁড় করিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় সন্ত্রাস লাগামহীন চলছে। শ্রমিক—কৃষক ও তাদের সন্তান সন্ততি প্রবাসী শ্রমিকরা বিদেশি মুদ্রা আনে, এরা আমিরি করে আর টাকা পাচার করে। কৃষক ফসল দ্বিগুণ-তিনগুণ ফলায় এরা লুট করে—কৃষক অনাহারে থাকে। নারী-শিশুনির্যাতন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, পাহাড় সমতলের আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা উপায়হীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মানের অবনতি ও বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। এভাবে সমস্যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না—চাই সমাধান। তা করতে হলে শুধু এক হাত থেকে আরেক হাতে ক্ষমতা বদল নয়, গোটা ব্যবস্থাপনার আমূল বদল করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যবসা বাদ দিয়ে প্রকৃত চেতনায় ফিরতে হবে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার রুখতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এ জোটের আত্মপ্রকাশ। সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে দেশবাসী তাদের প্রত্যাশার সংবাদ পাবে এবং তাদের ভালোবাসা, সমর্থন, সহযোগিতা দিয়ে এবং অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এ শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে দিন বদল ঘটাবে। ধন্যবাদ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়—

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনারা অবগত আছেন যে, সরকার সংবিধান স্বীকৃত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ রুদ্ধ করে দমন-নিপীড়নের পথে জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অত্যাচার, নির্যাতন, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, রিমান্ডে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, অপহরণ, গুম-খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করেছে; গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। আইনের শাসনকে বিদায় দেয়া হচ্ছে। বিরোধী দল ও মতকে গায়ের জোরে দমন করা হচ্ছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও ভীতি প্রদর্শনের অশুভ তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সভা, সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধনেও বাধা প্রদান ও আক্রমণ করা হচ্ছে। পুলিশের পাশাপাশি সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন-ছাত্রলীগকেও সন্ত্রাসী হামলায় ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাজোট সরকারের নজিরবিহীন দুর্নীতি আর দুঃশাসনে দেশের মানুষ আজ দিশেহারা। আগেকার সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় দলীয়করণ, জবরদখল, ব্যাংক ডাকাতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সীমাহীন চুরি, লুটপাট, অর্থপাচার এক ভয়ানক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। মেগা প্রকল্পে মেগা দুর্নীতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চরম স্বেচ্ছাচারীতায় ব্যাংক ও আর্থিক খাতে নৈরাজ্য কায়েম হয়েছে। তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব পূর্বের সকল সময়ের চেয়ে আরও জোরদার করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার ভারসাম্যমূলক ভূমিকার অবসান ঘটানো হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকরী করে তোলা হয়েছে। এই সমুদয় অপতৎপরতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বিপৎজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনগণের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক যে কোন আন্দোলন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে দমন করতে সরকার মরিয়া। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত যে কোন আন্দোলনের বিরুদ্ধেও তারা নজিরবিহীনভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। খড়গহস্ত ছাত্র আন্দোলন ও শিক্ষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সরকারি চাকরির কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের পরিবর্তে ছাত্রদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দমন করতে সরকার নজিরবিহীন নৃশংসতা ও বর্বরোচিত হামলা-আক্রমণের আশ্রয় নিয়েছে। এই হামলা আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষক, ছাত্রী ও অভিভাবকেরাও। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্বশাসন মারাত্মক হুমকির মুখে। ছাত্রলীগকে সশস্ত্র পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে।

মানুষের জানমালের নিরাপত্তা আজ গুরুতর হুমকির মুখে। নারীর উপর সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ রয়েছে আতঙ্কের মধ্যে। হেফাজতে ইসলাম ও '৭১ এর ঘাতকসহ সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তিকে খোলাখুলি মদত দেয়া হচ্ছে।

চালসহ দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া, চিকিৎসাসহ জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, বিশাল বেকারত্ব, অব্যাহত সড়ক দুর্ঘটনা ও পাহাড় ধসে মানুষের করুণ মৃত্যু জীবন-জীবিকাকে চরম অসহায় ও দুর্বিষহ করে তুলেছে। মন্ত্রী-এমপি, আমলাদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ হলেও এখনও পর্যন্ত গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো হয়নি। গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে মালিক ও সরকার পক্ষ তামাশা শুরু করেছে। সদ্য পাশ হওয়া জাতীয় বাজেটে জনপ্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হলেও কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ উৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। ক্ষেত্র বিশেষে বরং তা আরও কমেছে। সরকারের কথিত উন্নয়নের রাজনীতি লুটেরা ধনীদেরকে আরও ধনী করছে, বাড়িয়ে তুলছে ধনী-গরিবের মধ্যে আয় ও সম্পদের সীমাহীন বৈষম্য।

বস্তুত : বর্তমান সরকার, শাসক-শোষকশ্রেণির মহাজোট-জোট কোন অংশের কাছেই মানুষ যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি তাদের কাছে নিরাপদ নয় দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় সম্পদ। দেশের মানুষের মতামত উপেক্ষা করে দেশি-বিদেশি লুটেরা ও ভারতকে তুষ্ট রাখতে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অব্যাহত রাখা হয়েছে; প্রবল নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ বাদ দিয়ে অধিক মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি খাতে সীমাহীন চুরি দুর্নীতির মামলা এড়াতে দায়মুক্তির বিধানকে আরও প্রলম্বিত করা হয়েছে। সরকারের নতজানু নীতির কারণে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা পাওয়া পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত, মার্কিন, পাকিস্তানসহ বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাসমুহের বহুমুখী অপতৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আবারও ভারতসহ বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেবার এক লজ্জাজনক তৎপরতা শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ শাসকশ্রেণির দলসমূহের আত্মসমর্পণের এই নতজানু নীতি বাংলাদেশে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের সুযোগ বাড়িয়ে তুলছে, বিপদগ্রস্ত করছে দেশ ও দেশের সার্বভৌমত্বকে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এরকম একটি আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক সংকটের শুরু ইতিমধ্যে তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। এই সংকট সমাধানের কার্যকরী রাজনৈতিক উদ্যোগ না নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারি দল উল্টো যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করে নির্বাচনের আগাম প্রচার অব্যাহত রেখেছে। অথচ বিরোধী দলসমূহের শান্তিপূর্ণ সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে নানাভাবে দমন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সংসদ নির্বাচনের রোড়ম্যাপ ঘোষণা করা হলেও দেশে এখনও পর্যন্ত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে ভোট প্রদান ও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বলে কিছু নেই। সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার, সরকারি দল ও নানা সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্বে 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের' এক নজিরবিহীন মডেল চালু করা হয়েছে। দেশবাসীর পাশাপাশি আমাদের আশঙ্কা রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালের ৩০ জুলাই এর সিটি করপোরেশন নির্বাচনসহ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মডেল অনুসৃত হবে। এইভাবে আরও একটি একতরফা সংসদ নির্বাচনের আয়োজন সম্পন্ন করা হচ্ছে। গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কার্যত ভেঙে দেয়া হয়েছে এবং নির্বাচন পুরোপুরি টাকার খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। ভোটের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ এই সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোন অবকাশ নেই। গত ক'বছরের অভিজ্ঞতাও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে যে, দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই। সরকার অনুগত নির্বাচন কমিশন দিয়েও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়। পাশাপাশি জনগণের ম্যান্ডেটহীন জাতীয় সংসদ বহাল রেখেও সকল দল ও জনগণের জন্য নির্বাচনের সমান সুযোগ তৈরি হবে না। এ কারণে আমরা মনে করি জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, সকল দল ও সমাজের অপরাপর অংশের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠন, বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন এবং গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার আমুল সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বন্ধুগণ,

গত বছর ৭ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যে আমরা উল্লেখ করেছিলাম '১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার ছিল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে শাসকশ্রেণি সেই রাষ্ট্রকে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; রাষ্ট্র ও সংবিধানসহ গোটা ব্যবস্থাকে চরম বৈষম্যমূলক, অগণতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। স্বাধীনতা উত্তর শাসক-শোষকশ্রেণি ও তাদের দলসমূহের প্রতারণা, নির্মম শোষণ, লুণ্ঠণ, দমন-পীড়ন আর হত্যা-খুনের রাজনীতির কারণে জনগণের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা বিপর্যস্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো দলগুলোর দুঃশাসন আর বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ আজ দেশি-বিদেশি লুটেরা, সন্ত্রাসী, দাগি অপরাধী ও মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে; মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে '৭১-এর গণহত্যাকারী ঘাতক শক্তিসহ নানা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী অপশক্তি।'

এই পরিস্থিতি শোষক লুটেরা পুঁজিপতিদের শাসন তথা বিদ্যমান আর্থ সামাজিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন। দেশবাসী এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন চায়, মুক্তি চায় এই দুঃশাসন থেকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে নতজানু লুটেরা পুঁজিপতি ধনিকশ্রেণির দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বারা বা তাদের মধ্যে ক্ষমতার গতানুগতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে এই সব সংকট ও দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। এই অবস্থায় লুটেরা পুঁজিপতি শ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণমূলক ব্যবস্থা, বর্তমান স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান এবং অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ জনগণের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কেন্দ্রীক লুটেরা ধনিকশ্রেণির দ্বি-দলীয় অপরাজনীতির বাইরে জনগণের নিজস্ব বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ জোরদার করা জরুরি। বাম প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিই জনগণের প্রকৃত ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে, এই রাজনৈতিক অবস্থান ও লক্ষ্য নিয়েই গত এক বছর ধরে আমরা সিপিবি-বাসদ-গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার অন্তর্ভুক্ত ৮টি রাজনৈতিক দল আন্দোলনের আশু পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে গণআন্দোলন গণসংগ্রাম বিকশিত ও জোরদার করতে কাজ করে আসছি। আমাদের এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী ও বেগবান করতে আমরা আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে নতুন স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই লক্ষ্যে আমরা আন্দোলনের নতুন জোট 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে এই জোট গঠিত হচ্ছে।

নতুন এই জোটের পক্ষ থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গসহ দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আশা করি অচিরে আমরা এই জোটের আশু ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পারব।